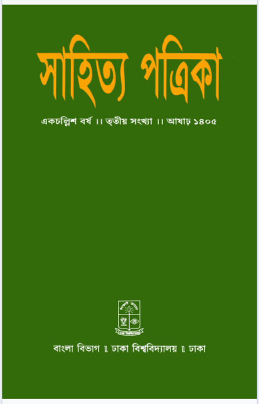

Vol. 41 | No. 3 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মোহাম্মদ আকবর ও জেবেলমুলুক শামারোখ (পূর্বে প্রকাশিতের পরবর্তী অংশ)

Volume	41
Issue	3
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুলতান আহমদ ভূঁইয়া
Published online	June 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i3.4
Pages	135-162
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মোহাম্মদ আকবর ও জেবেলমুলুক শামারোখ

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া*

[পূর্ব প্রকাশের পরবর্তী অংশ]
এত শুনি সৈন্যগণ যাই অপার।
সৈন্য সেনা দেখি ঘুড়ী করে আহাংকার।।
দেখেন্ত কুমার পড়িয়াছে মুহশ্চিত।
চারিপাশে লোক আসি ধরিল তুরিত।।
পড়িয়াছে রাজসুত সরোবর তীরে।
জল আনি দিল তবে কুমারের শিরে।।
নানান প্রকার করি চাএ সর্বজন।
কেহ না করিতে পারে কুমার চেতন।।
কেহ বোলে কহ গিয়া নৃপতি (গোচর)।
আপনার পুত্র আসি দেখউক সত্বর।।
বহু বু...... করি পুতে তুরঙ্গ আনিয়া।
অশ্বপৃষ্ঠে তুলিলেক যত্তন করিয়া।।
বাউ গাতারে ধরি সবে ঘোড়া চালাইল।
অবিলম্বে নৃর্প আগে কুমার আনিল।।
অশ্ব দেখি সর্বলোকে অচাইজ হৈয়া।
হেন দৈত্য ঘোড়া কেবা আনিল বান্দিয়া।।
ঘোড়া ধরিবারে চাএ কেহনা পারয়।
সোয়ার সহিতে ঘোড়া আপনে চলয়।।
সুলতান আগে ঘোড়া আপনে আইল।
পুত্র দেখি নরপতি বিস্মিত হইল।।

---

* প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
এ প্রবন্ধের প্রথম অংশ সাহিত্য পত্রিকার ৪০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক

বৈদ্য কবিরাজ আর নুমুন্দ আসিয়া।
সুত প্রতি প্রকার করে নানান মন্ত্র দিয়া।।
অষুধ মএলাএ চাইল জত মুসী গণ।
কোনরূপে না হৈল কুমার চেতন।
এই মতে রাজপুরে কোলাহল হৈল।
রোগ পরিচয্যি কয় করিতে নারিল।।
আদ্যে সাহাবানে বানি কইয়াছে সার।
তাহাকে স্মরণ পুনি হইল রাজার।।
দূত পাঠাইয়া পুনি তাহাকে আনিল।
ভক্তি করি মহারাজা কইতে লাগিল।।
নৃর্পে বোলে সাতবান শোনহ বচন।
কি কহিল কুমারের তুমি বুঝহ আপন।।
এত শুনি সাহাবান নাড়ীতে ধরিল।
কোনারা নার্পি বাহেলন্ত খান জানিল।।
নানান মতে নাড়ী ধরি চাএ সাহা আনে।
আর কোন রোগ নাই কাম (পীড়া) বিনে।।
কর জোড় করি কহে রাজ বিদ্যমানে।
কোন পীড়া না হৈল কাম পীড়া বিনে।।
কোরাকাপাল ডাকি নৃর্প কইল তুরিত।
তোমার সঙ্গেত আছে কুমার পীরিত।।
যেইরূপে পার তুমি করহ চেতন।
নতু পুত্র শোকে জান আমার মরণ।।
নৃপতির বচন শুনি পাত্রের তনয়।
কুমার নিকটে গিয়া বসিল নিশ্চয়।।
প্রেমভাবে অঙ্গের বসন খোসাইল।
বুকের বসন তান চিত্রপট পাইল।।
তাহাতে বিচিত্র দেখে পরম সুন্দরী।
যেবা চাএ ঢলি পড়ে চিত্রপট হেরি।।

চিত্রপট লৈয়া গেল নৃপতি বিদিতে।
অচার্জ হৈল নৃর্প দেখিতে দেখিতে।।
ভাবিয়া সকলে বলে হইল সঙ্কট।
কুমারী আসিছে কহে কুমার নিকট।।
ফুরুক পালে কয় গিয়া কুমারের কানে।
সামারোক আসিয়াছে তোমা বিদ্যমানে।।
কন্যা আয়িসাছে হেন শুনিয়ন্তে বোল।
সামা সামা করি বীরে মেলিল নয়ন।।
পুছিলেক কোথা কহ মোর প্রাণেশ্বরী।
পাত্রে বোলেন গিয়াছে মহারাজের পুরী।।
তোমারে বৃত্তান্ত দেখি অন্ন জল (আনি) ।
বহুল যাছিল তোমা না খাইলা পুনি।।
তেকারণে রসে গেল বিরস হইয়া।
মহাদেবীর স্থানে গেল লজ্জা আচরিয়া।।
অন্ন জল খায় বসি যদি চায় তানে।
নতু ক্রোধ হৈলে প্রেম ভাঙ্গিব আপনে।।
অন্ন জল আন বলি কুমারে কইল।
অতি শীঘ্রে অন্ন জল সাক্ষাতে দিল।।
নিকটে বসিয়া বীরে খায় অন্নজল।
ধীরে ধীরে কএ অতি বৃত্তান্ত সকল।।
কইল বৃত্তান্ত মতির স্থানে যতেক।
সুলতান সাক্ষাতে পাত্রে কএ একে এক।।
রাজায় এসব শুনি হৈল বিউগী।
রতিকলা স্থানে কয় হৈয়া মহাশোকী।।
অল্প অল্প আছিল পুত্র তোমার আমার।
প্রভুএ প্রথমে দিল এ দুই কুমার।।
আঁখির পুতলী পুত্র জীবের জীবন।
মদনে পীড়িত হইছে ঘটিল মরণ।।

যদিবা না ছাড়ি পুত্র যাইব পলাই।
নতুবা কামের তাপে মরিব শুকাই।।
মাতাপিতার আগে পুত্র যাইব মরিয়া।
বোল আর প্রাণ রইব কাহার লাগিয়া।।
সজল করিয়া দেয় কন্যার লাগিয়া।
বিধিএ রাখিলে পুত্র আসিবে ফিরিয়া।
চিত্ত কুমাইর গেছে বিভা করিবার।
চক্ষে না দেখিমু তারে হইতে.... ।।
প্রভু যদি দিয়া মোকে পুত্রবর শোকে।
অবশ্য আসিব পুত্র কে মারিব তাকে।।
মোহামুদ আকবরে কএ পাচালীর ছন্দ।
খণ্ডন না জাএ জান দৈবের নিবন্ধ।।

।। খর্ব ছন্দ।।

মনেত ভাবিয়া নৃর্প করে বিভার সাজ।
কুমার চলিয়া যাইতে বিবাহের কাজ।।
অশ্ব গজ বাহিনী সাজিল সর্বসৈন্য।
জঙ্গী পালোয়ন সাজে রনেহ অগ্রগণ্য।।
শুভ লগন করি কইল নৃর্পে বিভার সাজন।
জরির কাবাই পৈরাল বিভার ভূষণ।।
শিরেতে সুকর্ণ কোল্লাজ বাউতের নাল।
কিরিটি কবজ পৈরে ভাল ভাল সাল।।
ফিরস্তি পতাকা শোভে কটিতে জরিয়া।
মাণিক্যের মোফা শোভে কটিতে জরিয়া।।
মণিমুক্তা শোভে যেন বিজলি সাএরে।
পাত্র বলো অতিজোত সাদনা বান্ধিয়া।
কাঞ্চনের ঘটা সব রাখিছে ছান্দিয়া।।

দেওজাত ঘোড়া আনি রত্ন সাজ করি।
কুমার নিকটে আনে বাগডোরে ধরি।।
মণিমুক্তা শোভিয়াছে ঘোড়ার লাগামে।
সুবর্ণ লাগাইয়াছে হিরা ঠামে ঠামে।।
সুরঙ্গ পলাদিয়ার দাউদি পাদ্যর।
গলএ ঘুঙ্ঘুর বাজে শুনিতে সুন্দর।।
মুক্তার রিকাব শোভে ঘোড়ার দুই পাশে।
সাজিল দেবের ঘোড়া বহু হাবিলাসে।।
নানান আভরণ করি করিল সাজন।
মাতাপিতা প্রণামিয়া করিল গমন।।
গলে ধরি জননীএ করএ কান্দন।
রাজ রানী শোকশোকী কান্দে দুই জন।।
সুলতানের পুত্রকে সপিল অ..... স্তানে।
কৃপা করি পুত্র মোর রাখিবা আপনে।।
অশ্ব আরোহিয়া বীরে চলে হেমাপুরে।
মহারথি বহু সৈন্য চলিল সত্বরে।।
এই মতে চলি যায় রাজার কুমার।
সেই দে.. লম্ভ মাত্র চলে অনিবার।।
কত দিনে পাইলেক মহা এক গিরি।
বেগবন্ত কুকুর মনুষ্য খায় ধরি।।
বনমধ্যে কুকুর আছএ বলবান।
কুমারের সৈন্য মারি দিল অপমান।।
ছাড়িল বনের পন্থ পাই বহু শ্রম।
তার শেষে পাইলেক মনুষ্য আশ্রম।।
সেদেশে পুরুষ নাই রাজ্য করে স্তিরি।
কুমারের সৈন্য ধরি রাখিলেক ঘিরি।।
পাত্র বোলে কর দিয়া ছাড় এই দেশ।
নতুবা আমার সঙ্গে কর যুদ্ধ ভেস।।

কুমারে জিজ্ঞাসা করে কে চায় কর।
নতুবা রাজ্যেতে থাকহ বার বচ্ছর।।
যুবক পুরুষ সব দেয় ভাগ করি।
আপনার ঘরে নিয়া রাখিব সুন্দরী।
এই দেশে যত হয় নারী সে পদ্মিনী।
পুরুষের জর্ম নাই শোন শুদ্ধ বাণী।।
ত্রিজগতে সয়াল শুন সর্বজন।
শোনিয়া প্রিত হইল রাজা মহাজন।।
কইল দিবাকের কাইনি কাবে আনে।
শোনিয়া স্থগিত হৈল জথ সর্বজনে।
যুক্তি করে সর্বজনে কুমার সহিত।
নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করি কোন অনুচিত।।
গোপ্তরূপে চলি যাএ এমত ভাবিয়া।
ছাড়িলেন সেই দেশ রজনি হাটিয়া।।
এই মতে কত দিন হাটি গেল সবে।
জমদেশ জামনী দেশ পাইলেক তবে।।
মোহাবীর হাচন নামে জয়দেশের পতি।
বক্তারি হইল নামে মোহা নরপতি।
তিলিচমত জয়া করিছে সেই দেশ।
সুড়ঙ্গ রাখিতে পারে বান্দি এক ক্রোশ।।
জমদেশের কিছু বাজি পাইছে ভোজরাজ।
মহা অপরূপ বাজি পৃথিম্মীর মাজ।।
বাদক আনিয়া চেতহের সঙ্গতি।
দশ মন চাউলের ভাত খাএ প্রতিনিতি।।
এক দুই য়ষ্ট মাস প্রভাত নিহারি।
দশ মন রুটি হেলে খাএ পেটভরি।।
রাজার আদেশে সেই সৈন্যের রৈক্ষতা।
তাহার সমুক্ষে নাই দলের জৈক্ষতা।

রজনীতে থাকে সেই সৈন্যের প্রহরী।
নিমেষে দশ দণ্ডের পন্থ আইসে ফিরি।।
বক্তারি দেশেত যদি গিয়া উত্তরিল।
বাজিতে মোহিত হৈয়া পন্থ হারাইল।।
হেন উপদেশ কিছু না দেখি ভাবিয়া।
ভক্ষিতে আছএ সব দিশা হারাইয়া।।
সাহাবানে গনি সয় রাজার সাক্ষাত।
জমদেশের বাজি জান এই তিলিচমাত।।
সমুদ্রের কূলে আছে পর্বত মিনার।
সপ্ততাল উঞ্চ করি নির্মিছে তাহার।।
সেই গৃহে রাখিয়াছে সপ্ত রাজার ধন।
তাহাকে ভাঙ্গিতে যদি পারে কোনজন।
তবে সে পাইব পন্থ দিসা হৈব তারে।
কুহিল বক্তারি যাইতে সেই (পর) পারে।।
এত শুনি রাজসুত চলে সেই মুখে।
বাদক চলিল সঙ্গে হইয়া মন সুকে।।
কত দিনে গেল সেই মিনার নিকট।
দেখিয়া অপূর্ব সব ভাবএ সঙ্কট।।
নবশত মনের এক পালোয়ানের সাজ।
আছারি মারিতে পারে দৈত্য গজরাজ।।
মিনার নিকটে গিয়া শক্তিরূপে চাইল।
কিঞ্চিত ঝংকার দিতে কেহ না পরিল।।
জেবের মিল্লিকে ভাবি নামাজ পড়িল।
আপনার কার্য সিদ্ধি প্রভুতে মাগিল।।
করুণা সাগরে প্রভু পতিত পাবক।
মিনার ভাঙ্গিয়া মোরে দেও সামারোক।।
এ বুলিয়া নৃর্পসুত ধরিয়া মিনার।
মাস্তুলে ধরিয়া কীরে করিল ঝংকার।।

অঙ্গে যত বল ছিল পরিলেক টান।
তুলিয়া মিনার ভাঙ্গি কৈল খান খান।।
মিনার ভাঙ্গিয়া দেখে রজত কাঞ্চন।
পুঞ্জে পুঞ্জে রাখিয়াছে সপ্ত রাজার ধন।।
জার জেই শংকা চিত্ত নিল বীরবর।
দিসা ভক্ষ হইল ভাল চলিল সত্বর।।
বহুর নিকটে দেখে ভাল ভাল ফল।
মেদেনী উপরে লতা ধরিছে বহুল।।
লোভে চায় সর্বজনে ফল খাইবারে।
নিষেধিয়া সাহাবানে রাখিতে না পারে।।
তথাপি বাদক জাএ আর কত জন।
ফলস্তানে গেল সব খাইতে কারণ।
টাঙ্গিয়া রাখিল নিয়া শূন্যের উপরে।
এত দেখি সর্বলোকের প্রাণ কাম্পে ডরে।।
এন্তকের পন্থ সব রইল টাঙ্গনে।
অচার্য দেখিয়া সবে ভাবে মনে মনে।।
বুদ্ধি করি নাই দেখে মোক্ত হইবার।
শক্তি রূপে ভাবি চাএ না দেখি নিস্তার।।
জমদীপ অধিপতি রাজ রাজ্যেশ্বর।
তাহার অগ্রেত আসি কইল খবর।।
হেনকালে সবের ফিরাইল বরন।
শ্বেত বাস ছাড়ি পৈরে কালাই বরন।।
হেন কালে সন্ধ্যা হৈল সূর্য বৈসে পাটে।
স্তান করি বৈসে সবে নৃপতির টাটে।।
অধিক তিমির রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
বক্তারির সৈন্য আসি ঘিরিল চারধার।।
নিশি কালে আইসে দেখে যত দলবল।
চৌদিকে ঘিরিয়া নৈল বিদ্যুৎ অনল।।

মগন উপরে থাকি করিয়া হাঙ্কার।
সৈন্যের উপরে থাকি বোলে মারা মার।।
ভয়ঙ্কর দেখি সৈন্য হৈল কম্পিত।
সাহাবানে গনি কএ রাজার বিদিত।।
দেবতা গন্ধর্ব আর মনুষ্য না হএ।
মোকাবিনের বাজি এই জানিলাম নিশ্চএ।।
ভয় না করিয়া দেখ এ তিলিচমাত।
না রইব এই সব রজনী প্রভাত।।
ভয় পরিহরি সবে নিবারিল (নিশি)।
.... কৈল দিবাকর আসি।।
প্রভাতে আসিয়া দেখে পক্ষী ভয়ংকর।
উড়া দিয়া আইসে পক্ষী পর্বত আকার।।
দেখিলেক পক্ষী আইসে সৈন্যের নিকট।
ধরিয়া মুনষ্য গিলে পরম সঙ্কট।।
অস্ত্রসব যত মারে তাহা নাই লাগে।
ভয় পাইয়া সর্বসৈন্য ধায় চারিভাগে।।
নৃপতি ধাইয়া গেল পর্বত শিখরে।
দেখেন্ত তপস্বী বসিয়াছে এক মোড়ে।।
উর্দ্ধমুখী বসিয়াছে পরম ধেয়ানে।
গুরুপদ নেনে(?) হারিয়া মান্দেচে পরানে।।
ভকতি প্রণয় করি রাজার তনয়।
মুনীর সাক্ষাতে আসি করেন্ত বিনয়।।
ভকতি শুনিয়া মুনী মেলিলেক আঁখি।
কুমারেক জিজ্ঞাসিল কেন মন দুখী।।
তুষ্ট হৈয়া কয় তবে মুনীতে প্রধান।
পক্ষী মারিবারে মুনী কহত সন্ধান।।
মোহা মন্ত্র দিল মুনী ত্রিশূলের বাণ।
মুনীর গোচরে কয় সব বিবরণ।।

লোয়ার গঠন সেই মুনীর ত্রিশূল।
যাকে মারিবারে চায় করেন্ত নির্মুল।।
সর্বতত্ব মুনীবর কৈল ভাঙ্গিয়া।
যে সকল টাঙ্গিযাছে আনিতে খুলিয়া।।
আর যত শিখাইল বহুর বিচার।
কুরুবাদ খিবা এক বহুর মাজার।।
কুক্কুবের বুকে দিয়া মার সর।
.... তবে মুখে উড়িব ভ্রমর।।
উড়িয়া যাইতে পাছে পাছে ধাইয়া।
যেই স্থানে যায় আলি যাইয় চলিয়া।।
তথাতে দেখিবা এক মনুষ্য মুরুতি।
লোহার ছিকল গলে নাচে অবিরতি।।
মোর শাস্ত্র তাহাকে ছেদ্র হয় নির্বারে।
শূল ঘাতে সেই মূর্তি হৈব সঙ্গার।।
তাহারে মারিয়া পুনি হইব মোকল।
জমদেশে রতি নিচসত ভাঙ্গিব সকল।।
ত্রিশূল পাইয়া বীরে হরসিত হৈয়া।
নাম তান জিজ্ঞাসিল চরণে ধরিয়া।।
তুষ্ট হৈয়া কয় মুনী ব্যাস মোর নাম।
বহুল ভকতি করি করিল প্রণাম।।
আশীর্বাদ দিল তানে ব্যাসত পর্বন।
তোমার মনুষ্য কাম সিদ্ধ হোক ঘটন।।
এ বলিয়া ব্যাসদেবে করিল বিদায়।
প্রণামিয়া মোহাবীর সেই রাজ্যে যায়।।
সেই স্থানে দেখে বীরে পক্ষি ভয়ঙ্কর।
কুমারে গিলিতে আসে করিয়া হুংকার।।
গাণ্ডিবে যুড়িয়া বাণ হানিল তখন।
বুক ভেদি পড়ে পক্ষি পর্বত সমান ।

কুপিত হইয়া বীরে হাতে লৈল শুণ্ড।
কুরুব মারিয়া বীরে কৈল খণ্ড খণ্ড।।
.... মারিয়া বীরে সৈন্য কৈলএ কাতর।
ব্যূহ ভেদিবারে বীর গেলেন্ত গোচর।।
ব্যূহ দেখি রাজসুত হৈল চমকিত।
আকাশ সমান দেখে ব্যূহর নিরমিত।।
দৈত্য সব বসিয়াছে অতি ভয়ংকর।
ধনুতে জুড়িয়া বাণ রইছে অন্তর।।
ধুনতে জুড়িয়া বাণ রইছে ক্ষেপিয়া।
কুমার নিকটে গেল ভয় না গুনিয়া।।
ব্যূহর দোয়ারে যাই জোরেন্ত বাণ।
কুরুব মারিতে বীরে করিল সন্ধান।।
মহাশব্দ হইলেক প্রলয় আকার।
চতুর্দিকে বেড়ি সবে বলে মারমার।।
তত্ব চা্যরি আছিলেক এই তিলিচমত।
তার পাছে কিছু না রইলে তফাত।।
ব্যূহর যতেক সৈন্য রইল অচর্পিত।
বাজি ভঙ্গ হই সব লাগিল গরিত।।
কুরুব লুটএ পড়ি ভূমির উপর।
তরো মুখে হাত দেখে উড়িল ভোমর।।
উড়িয়া চলিল অলি শূন্য আরু হৈয়া।
তার পাছে পাছে বীর গেলেন্ত ধাইয়া।।
গহিন কাননে গেল বনের ভিতর।
তাহাতে পাষাণের মূরতি মনুহর।।
তার মধ্যে এক মূর্তি মনুষ্য আকার।
হাতেত ছিকা লৈয়া নাচে অনিবার।।
ব্যাস মুনী দিছে এক লোহার সানাই।
সেই বাণ বীরবরে মারিলেক জাই।।

— ১০

বুর্জ্জ..... মারিল চীৎকার।
পর্বত পরিলে জেন উঠে হাহাক্তকার।।
মূরতি ভাঙ্গিয়া বীরে দেখে অপরূপ।
ব্যুহকে ভাঙ্গিয়া পন্থ হৈল স্বরূপ।।
কুরুব মারিল যত ছিল বহু দ্বার।
নিকটে আইল সব দেখিল প্রচার।।
মোকাবিল ধারে আসি মিলিল নৃপতি।
কুমারে লেখিল পত্র মোকাবিল বিদিত।।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ মোর না হয় উচিত।
পন্থ ছাড়ি মিনার ভাঙ্গি কুরুব মারিচ।
তিলিচমাত ভাঙ্গি মোরে অপমান দিছ।।
তোমাকে ধরিয়া আমি করিমু সঙ্গরাম।
তবে সে জানি আমার মোকাবিল নাম।।
পদুত্তর লেখি রাজা রএ সাজ করি।
সিংহনাদ করি আইল কুহিল বক্তারি।।
দেখিয়া অপার সৈন্য বান্দে মুব দ্বারা।
বিরস বদনে আইলে করিমু সংহার।।
জমের সমান বীর গদা সনে তরু।
ভয়ংকর মূর্তি দেখি জেহেন সমরু।।
দোহে বাজিল যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
বাদক সাজিল রণে অতি মহাসোর।।
কুমারেহ দৈত্যসব পায়ে ধরি ছিড়ে।
অপমান পাইল যত বক্তারির বীরে।।
ফুরুকপালে যুদ্ধ করে ....।
উত্তকারিয়া মারে গদা গজের মাতাতে।।
বক্তারির সৈন্য মারি কৈল ছাড়খার।
মারিয়া করিল যত পর্বত আকার।
ত্রাস পাইয়া বক্তারিয়ে রণে দিল ভঙ্গ।

কেশরী দেখিয়া যেন পালাএ মাতঙ্গ।।
দ্বারেত কপট দিয়া গেল পুরী মাজ।
এথাতে বিশ্রাম কৈল চামরির রাজ।।
দিবকের ঘরে যদি গেলেন্ত চলিয়া।
তিমির করিল আসি পৃথিবী ভরিয়া।।
হরসিত হৈয়া রাজা লৈয়া সৈন্যদল।
সেই স্তানে রইলেক কমল কতুহল।।
আনন্দে জাএন্ত নিদ্রা বিভোল হইয়া।
সৈন্য সেনা প্রতি সবে ভাজন করিয়া।।
নিশি দুইভাগ কালে আসিলেক মেরা।
বক্তারির আজ্ঞাকারী রাক্ষসের ঘোড়া।।
ধনামাক্ষে না জিনিয়া বিমোক্ষ হৈয়া।
নিদ্রা জোগে বীর সবেরে জায় গ্রাসিয়া।।
এক এক করি গিলে না ভরে উদর।
এই মতে সৈন্য সব খাইল বিস্তর।।
নিদ্রা হৈতে সব বীর ধরি ধরি খায়।
দেখিয়া দেসরে মনে বড় ডর পায়।।
জাগাইয়া বীর সব জালাইল দিয়টি।
অস্ত্রধারী সর্বজনে শূল গদা ঝাটি।।
হেন শূল গদা সব লইলেক আগে।
মহা কলরব শুনি সর্ব সৈন্য জাগে।।
জেবা তার কাছে যাএ তারে ধরি খায়।
প্রহারে যথেক অস্ত্র না লাগয় গায়।।
গদা ধরি মারে বারি গদা ভাঙ্গি যায়।
বিসম সংকট রণে না দেখি উপায়।।
এক দুই করি খায় বীর মহাবল।
মধ্যে হইলেক মহা কোলাহল।।
উদ্দেশিয়া গেল ঘোড়া কুমার জথাএ।

লম্ফ দিয়া ধরিলেক কুমারের গলাএ।।
মশক ধরিয়া যেন লই যায় বিড়ালে।
তেনমতে নৃর্প লৈয়া যায় মহাবলে।।
শক্তিমান রূপে সামালি মারে বান।
তার অঙ্গে লাগি অস্ত্র ভাঙ্গিল বহুল।।
পর্বত সমান হৈল ঘোড়ার শরীর।
কুমার লইয়া দুষ্টে হইল বাহির।।
কোমারিল সাক্ষাতে নিয়া একে একে এরে।
হস্তে পদে বন্দি করি বন্দীশালায় নিয়া।
রাখিল সকল শৈন্য একত্রে করিয়া।।
জেবেল মুলুক নিয়া দিলেক বিদিত।
সুন্দর সুঠাম মোকাবিল মুহিত।। ...
কুমারের রূপ দেখি নিমগ্ন হইয়া।
মনে ধন্দ হৈল রাজা রূপ নিরক্ষিয়া।।
আইদ্য দিন নেয় বন্দীশালা ঘর।
পুরীর ভিতরে নেয় রাজার কুমার।।
রূপের বাখান তান করে সর্বজন।
তাহা শুনিয়া কন্যার মন করে উচাটন।।
কিরূপে দেখিব তারে ভাবে দিবানিশি।
ভাবের ভাবিনী যেন প্রভুর তপস্বী।।
কুমার রাখিল নিয়া পুরীর নিকট।
লোহার ছিকলে বান্দি পরম সঙ্কট।।
এই মতে রইলেক বন্দীর ভোবন।
বিসম সঙ্কট পড়ি করএ কান্দন।।
মোহামুদ আকবরে কহে শোন গুণীগণ।
প্রমাদ খণ্ডাএ জান প্রভু নিরাঞ্জন।।

।। **দীর্ঘ ছন্দ** ।।

থাকিয়া বন্দীর মাঝ কান্দএ চামরী রাজ
মুক্ত হৈতে না দেখি উপায়।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ বিরহে অনল দুক্ষ[১]
প্রভু তুমি দেখ আঁখি ভরি।
বিরএত তনুবেরে না দেখি নিস্তার মোরে।
প্রভু বিনে না দেখি উপায়।
আমি যে রাজার সুতা না জানি দুক্ষের বেথা
লোহার ছিকলে.........।
ঘর হন্তে নিকালিলা দুষ্ট হাতে ঠেকাইলা
প্রভু তুমি দেখএ নয়ানে।
একেত বিরহের জ্বালা সামারুকে লুকালা
আর দুক্ষ না সয় পরাণে।।
আহা শামারোক প্রাণ তুমি দিলায় পরাণ
আর নি হৈব দরশন।
তোমার পীরিতি স্মরি চলিলাম হেমাপুরী
পন্থে মোর হৈল মরণ।।
কি করিমু কোথা যাইমু কার ঠাই জিজ্ঞাসিমু
কেবা মোরে করিব পালন।
কে মোর বান্ধব হৈব মোরে ছুরাইয়া দিব
বন্দেনেতে হইলাম শেষ।
আহা প্রভু নিরাঞ্জন হেন কৈলা কি কারণ
বিদেশেত করিলা সংহার।
এক চিত্তে প্রভুর আগে প্রভু পদের মাগে
তুমি প্রভু করহ উদ্ধার।
প্রভু সে পরম সখা সামার সঙ্গে করাও দেখা

১ পাঠান্তর – বিরহেতে হানে বুক

তবে মোরে বধিয় পরাণে।

সামারোক প্রাণ প্রিয়া　　　　গেলা মোরে দুক্ষ দিয়া

সেই ক্ষণে আমার মরণ।

মরিম যে নাই দাএ　　　　যদি প্রিয়ায় বক্ষে পাএ

তবে সে যাইব মনের দুক্ষ।

নয়ান মুদিয়া থাকি　　　　সেই রূপ ছায়া দেখি

আঁখি প্রকাশিতে নাই আর।

(আমার) দারুন প্রাণে　　　　ধৈর্য্য ধারিত নাই মানে

পাসরিতে না পারি দ্রসন।

কিবা দিবা কিবা নিশি　　　　তপস্বীর মতে বসি

মনে ঘোষে সামার দ্রসন।

আহা শামারোক শশী　　　　মরিমু তোমারে ঘোষি

এই কর্মে আছিল আমার।

আমা ঘোষি সামা মরে　　　　আমি মরি বন্দী ঘরে

ওই স্তানে দুইর মরণ।

মোহামুদ আকবরে কএ　　　　কেনে কর বিনয়

দৈবদশা নিবন্ধ ঘটাএ।

মোকাবিলের দুহিতা আসি　　　　হৈব তোমার দাসী

প্রভু কৃপা তোমার না ছাড়িব।।

খর্ব ছন্দ ।। রাগ গুঞ্জরি

একদিন রাজসুতা ভূবন মোহিনী।

..... শশি, রম্ভা জিনি।

আর দিন শিরিলব ভাবে মনে মন।

কিরূপে করিব আমি কুমারের দ্রসন।।

দরাইয়া নিজ চিত্ত আইল দেখিবারে।

গোপ্তরূপে চায় শিরি থাকিয়া অন্তরে।

দেখিয়া কুমারের রূপ পরে ছন্যকার।

মেঘের নিকটে যেন বিজুলী সঞ্চার।।
রাহুর নিকটে যেন পূর্ণ কলাশশী।
মন দুক্ষে বন্দী ঘরে রইয়াছে বসি।।
দেখিতে দেখিতে কন্যার (আঁখি) উলটিল।
ভাবে মগ্ন মুহর্চিত কুমারী পড়িল।।
কতক্ষণ পরে শান্ত হৈল কুমারী।
কুমার নিকটে কন্যা গেল শীঘ্র করি।।
মদনে উদাস তনু কামে থরথর।
কি বলি উত্তর দিব নাইক উত্তর।।
মন দুক্ষে পরিআচেন এ নয়ান মুদিয়া।
সামারোক চাএ বীরে ধেয়ানে ধরিয়া।।
কতক্ষণ শিরি তারে দেখিল নয়ানে।
পুনি জিজ্ঞাসিল তানে মধুর বচনে।।
কি শোকে পড়িয়াছ ভূমির উপর।
আঁখি মেলি মোর সঙ্গে করহ্ উত্তর।।
আঁখি মেলি দেখে কন্যা পরম সুন্দরী।
হেরিতে হানএ বান কামের শর বরি।।
পাটাম্বর শাড়ী পরি জরীর আঞ্চল।
.... খোপা করে ঝলমল।।
কাঞ্চন মাণিক্য ঝরাগাতি আছে।
সাত মাণিক্য থু পুনি মনি শোভিছে গলাতে।
বান্দিছে জাদের খোপা সুভা করে রহিনি।
ফণি ফণা ধরিয়া যে রইছে নাগিনী।।
শিরে শোভে আলি পুনি চৌক্ষএ প্রকাশ।
কথা খানি কএ ভালা গদগদ হাইস।।
মুখে শোভে দন্ত মুক্তা প্রবল গহিনি।
প্রবত উর্ব্বাসী কিবা মাণিক্য ভাবিনী।।
দেব মুলিনেরে করে দেখি রঙ্গছটা।

মধুর মধুর কথা খালি লাগে মিঠা।।
.... নীরে কইলেক বাণী।
দুক্ষিয়ার নিকটে তুমি কেনে আইলা পুনি।।
কন্যায় কইল শোন আমিহ্ দুক্ষিত।
দুক্ষিএ দুক্ষির সঙ্গে রাখএ পীরিত।।
যে অবধি শুনিয়াছি তোমার বন্দীবাদ।
তোমার লাগি প্রাণী দএ ঘটিল প্রমাদ।।
তোমার দুক্ষের দুক্ষ আমি জানি পুনি।
আমার প্রাণি দিতে আসা তোমার নিছনি।।
মোকাবিলের সুতা আমি নাম স্রিরিলব।
তোমার পীরিতে আমি হইলাম উদ্ভব।।
তোমার চরণে আমি হইলাম ভজমান।
মোর প্রাণি রাখ দিয়া প্রেম দান।।
বন্ধন মোচন করি দিবাম ছাড়িয়া।
যদি নাই জাএ তুমি আমাকে ভাণ্ডিয়া।।
কুমারে বুলিল মোর তনু হইছে কালা।
ছাড়িছে বিসম শর শামারোখ বালা।।
কুমারের বিছেদ ভাবি স্রিরিলবে আসি।
বান্ধা ছিকল সব খসাইল বসি।।
সুগন্ধি গোলাপ দিয়া করাইল স্নান।
নানান মিষ্ট দ্রব্য আনি করাইল পান।
ভোজন করিয়া বীরে তুষ্ট হৈল অতি।
নিকটে বসিয়া কন্যায় মাগএ পীরিতি।।
কন্যারে মনের সাধ ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার।
(কুমারের মনে) প্রেম ভাবএ সামার।
.... প্রেম না করে বাজাএ।
সামারু সামারু করি জপে সর্বদাএ।।
বিস্মিত হইয়া বীরে চলে যাইবারে।

ছিকলে বান্দিয়া তানে স্রিরিলবে এরে।।
দেখএ পাগলের মত না হয় স্থির।
বন্দীতে রাখিয়া কন্যা হৈল বাহির।।
লোয়ার ছিকল দিয়া কুমার বান্দিয়া।
নিজ পুরে গেল স্রিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।।
তারপরে আর দিব করিয়া মোকল।
বড় ভক্তি হৈয়া খাড়া ছামনে হইল।।
বিস্মিত হৈয়া কন্যা ফিরি ঘরে গেল।
কন্যার সহিতে বীরে বচন কইল।।
ঘরে গেলে রাজকন্যা রইতে না পারে।
পাগল করিয়া আছে চামরীর বীরে।।
আর দিন আসি কন্যা চামরীর পাস।
কাগতি করিয়া কএ মনের আবেস।।
যাহার লাগিয়া তুমি কন্দিলে যাইবা।
বন্দীতে থাকিয়া তুমি কিরূপে পাইবা।।
যাহার কারণে তুমি আসিয়াছ এথা।
আমা যদি বাম কর খাও তার মাথা।।
কাগতি শোনিয়া বীরে কইল কন্যারে।
চোর বুলিবেক মোরে কইলাম তোমারে।।।
কন্যাএ বুলিল সত্য কইলা বচন।
তিরি বধ দিব আমি তোমার সদন।।
মোর মন বাঞ্ছা তুমি না পুরাইলে আশ।
বিধিএ তোমার আশা করিব নৈরাশ।।
শব্দকার শুনি বীরে তোলি লৈল কোলে।
বদন চুম্বিয়া বীরে প্রেমরস বোলে।।
(মোকল করিয়া দাও) জাইতে তুরিতে।
ফিরিয়া আসিব এথা তোমার পীরিতে।।
পরিণয় হয় যদি শামার সইতে।

তোমা পরিণয় হৈব দেশেতে যাইতে।।
কুমারী কহিল তুমি কেমতে যাইবা।
বাহের হইতে অস্ত্র সহস্র খাইবা।।
কন্যার বচন শোনিয়া কইল কুমার।
তোমা হন্তে হৈব মোর কোন উপকার।।
স্রিরিলবে বোলে তুমি সত্য কর দড়।
বন্ধন মোচন করি আগে তুমি বর।।
এহার সন্ধান আমি দিব সর্বসাজ।
বাপুকে জিনিবা তুমি মহত্বের সাজ।।
শোনিয়া কন্যার কথা করিল শপথ।
তোমা পরিণয় করি লইমু হেমাপথ।।
শ্রিরিলবে বোলে তুমি সত্য কর দর।
সামারুকের মাথা খাও যদি সত্য লর।।
কুমারে যে সত্য কৈল এই কথা সার।
তুমি যে কইলা কথা না লরিব আর।।
শ্রিরিলবের মাথে হস্ত দিলেক কুমার।
এই মতে ধর্মসাক্ষী কৈল তিনবার।।
কইল জে জনে খর্গ দিবাম আনিয়া।
আমাকে মারিব বাপু এহার লাগিয়া।।
অধরে অধর রাখি কইল কুমার।
তোমার প্রসাদে দুক্ষ খণ্ডিল আমার।।
তাহা শুনি রাজসুত হরসিত হৈয়া।
প্রণাম করিল শ্রিরি চরণে পড়িয়া।
কুমারী কইল আমি যাই নিজ ঘরে।
জালখর্গ লইয়া পুনি আসিব সত্বরে।।
পুরী মধ্যে গিয়া কন্যা........।
কুমার কাটিব নৃর্পে কালিকা বেহান।
সত্য করিয়াছে জান পাপিষ্ঠ রাজন।।

প্রভাতে কুমার কাটি কালিকা পূজন।
এমত শোনিয়া কন্যা হৈল চমকিত।
শর খাইআ মৃগ জেন পড়িল ভূমিত।।
দিবেসর দিবেসর বুলি কুমারীর মন।
রাত্রি হএ রাত্রি হএ মাগে প্রভু স্তান।।
সন্ধ্যাকাল হৈতে শ্রিরি সেই স্তানে গেল।
জালখর্গ অস্ত্র তান সঙ্গতি লইল।।
কুমার নিকটে আসি খেলিল বন্ধন।
নানান মিষ্ট দ্রব্য আনি করাইল ভোজন।।
অন্ন জল খাইল যদি বুলিল বচন।
কালিকা বেআনে সত্য তোমার নিধন।।
কইয়াছে মহারাজে পুজিবেক কালী।
তোমারে কাটিয়া দিব কালিকার বলী।।
এ বুলিয়া জালখর্গ দিল য়স্ত্র ধার।
বুলিলেক এথা হন্তে শীঘ্র হও পার।।
সান্তাইয়া কএ শ্রিরি শোন সমাচার।
এই জালখর্গ কথা কইব তোমার।।
এই খর্গ মার যারে না বাঁচিব আর।
জমের আলয়ে যাইব হৈয়া সংহার।।
সোআ হাত দীর্ঘ হএ এই অস্ত্রজাল।
কইছে দাউদ নবী এই বর কাল।।
যাকে আজ্ঞা কর তুমি তাহাকে মারিব।
দেও দৈত্য দানব যক্ষ কেনা বাচিব।।
..... জাতান আর খর্গের বিদার।
এই অস্ত্র মারে যারে হৈব সংহার।।
আর এক কথা কই শোন মহাজন।
মোর বাপু তোমা সঙ্গে হইবেক রণ।।
জাল দিয়া বন্দী কর না মারিও প্রাণে।

পুনিপুনি দিব্য দিয়া কৈল তান স্তানে।।
এ বুলিয়া শ্রিরিলবে প্রণাম করিয়া।।
বিদাএ হইল শ্রিরি বহু আশ্চাসিয়া।।
জালখর্গ পাইয়া বীরে হরষিত মন।
বাহির হইয়া বীরে ভাবে মনে মন।
ক্রোদ্ধ মুক্ষে তান সঙ্গে যে করে খরতর।
হানএ বিসম ঘাএ তাহার উপর।
এই মতে বহু সৈন্য করিয়া বিদার।
রাক্ষস যথেক জন হইল সংহার।।
মারিয়া বহুল সৈন্য গেল বন্দীঘরে।
আপনা যথেক সৈন্য নিকালে বাহিরে।।
বন্ধন মোচন করি করিলা মোকল।
নিজ সৈন্য লৈয়া বীরে চলে কুতুহল।।
নানাস্থানে সৈন্য সব গেল পলাইয়া।
একত্রে করিল সৈন্য তবল মারিয়া।।
সৈন্যের মাজারে বীরে করে সিংহনাদ।
জানিল সকল সৈন্যের ঘটিল প্রমাদ।।
পহরকের পন্থ যদি গেলেন কুমার।
মোকাবিল স্থানে সবে কএ সমাচার।।
তোমার যথেক সৈন্য মারিয়া চামরী।।
... চলি জাএ সিংহনাদ করি।।
বন্দী হতে নিজ বলে গিয়াছে কুমার।।
নিজ সৈন্য ডাকি নৃর্প বোলে মারমার।।
শোনিয়া নৃপতির সৈন্য চৌদিগে ঘিরিল।
দেখিয়া চামরীর সৈন্য খর্গ হাতে লৈল।
সোয়া হাত জাল পুনি দিলেক ছাড়িয়া।।
ছয় দণ্ডের পন্থ যুরি রইল ছাপিয়া।।
যত সৈন্য আছিল সকল সংহারিল।

এক জন ফিরি যাইতে কেহ না পারিল।।
তাহা দেখি মোকাবিল ক্রোদ্ধ হৈল অতি।
আজ্ঞা দিল জালখর্গ আন শীঘ্র গতি।।
সর্বদিন জালখর্গ থাকে জেই স্তান।
... ভাণ্ডারী সেই জাল নির্গমন।।
কইলেক জালখর্গ আনি দেয় এবে।
ভাণ্ডারী কইল খর্গ নিছে শ্রিরিলবে।।
কইলেক সেই জাল শ্রীরিলবে নিছে।
সেই জালখর্গ নিয়া চামরীকে দিছে।।
ভাণ্ডারীর মুক্ষে শুনি অপরূপ কথা।
ক্রোধ হৈয়া মোকাবিলে কাটে তার মাথা।।
শ্রীরিলব আনাইয়া বিস্তর গঞ্জিল।
সোনার ছিকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।।
হাতেত ধরিয়া তারে করিল বন্ধন।
ক্রোধ করি মহরাজে কইল বচন।।
বুলিল চামরী আগে আনিমু বান্দিয়া।
অনলে পুড়িমু দোহে একাত্র করিয়া।।
মহাক্রোধে গেল রাজা যুদ্ধ করিবার।
ঠেকিল বিসম যুদ্ধ দেহেন মাজার।।
মারি ... সৈন্য লণ্ড ভণ্ড কইল।
অবশেষে ... ... করিল।।
বান্দিয়া রাখিল তারে দিয়া অপমান
সে রাজ্যের সৈন্য লৈল চামরীর সরণ।।
রাজ সিংহাসনে উঠিলেক কুমার।
হইল নতুন রাজা রাজ্য অধিকার।।
বন্ধনে থাকিয়া স্ত্রীরি পাঠাইল দাসী।
কুমার নিকটে বার্তা কইলেক আসি।।
শোন কই নরপতি অপূর্ব কথন।

তোমা হেতু স্রীরিলব হৈছে মরণ।।
হাত পায় যে বিরহে তোমার।
সমনের দেরী নাই সোআশ মাত্র সার।।
(শ্রীহিন্য এআছিন)।।
জালখর্গ তোমারে যে দিয়াছে কারণ।
তেকারণে মহারাজে করিছে বন্ধন।।
এথেক শোনিয়া বীরে পুরী মধ্যে গেল।
বন্দী হস্তে শ্রিরিলবে মোকল করিল।।
মান্যতা করিয়া বীরে তুলি লৈল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শিরকণ্ডি কপোলে।।
যেই ঘরে শ্রিরিলব করিছে বন্ধন।
সেই ঘরে মোকাবিল আনিল তখন।।
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া করিল অপমান।
বুকেত বান্ধিয়া তবে দিলেক পাসান।।
তিতিয়া রাত্রি দিবস নৃর্প বন্দীতে রইল।
শ্রিরিলিব আনাইয়া মোকাবিলে কইল।।
সুতা সম্বোধিয়া নৃর্পে কইল বিস্তর।
জাইবারে আজ্ঞা দিল চামরী গোচর।।
আমারে ছোড়াও বাচ্চা আপনে জাইয়া।
চামরি কুমার স্তানে তোমা দিমু বিয়া।।
………… কএ আসি রাজ সুতা।
আমাকে পীরিতি ভাবে কইয়াছে পিতা।।
কান্দি কান্দি কএ কন্যা শুন প্রাণেশ্বর।
বোল চাই কোন রূপে পাইমু খবর।।

… … …

হাসিয়া কুমারে বলে আমি আজ্ঞা পারি।
যেই আজ্ঞা কর তুমি সেই কর্ম করি।
সিংহাসন ছাড়ি দেও বাপু করৌক রাজ।

শ্রীরিলবে বলে শুন এহি কর কাজ।।
শ্রীরিলবের আজ্ঞা শুনি রাজাকে আনিয়া।
সৈন্য সেনা সিংহাসন দিলেক ছাড়িয়া।।
সিংহাসনে বসি নৃর্পে কহিল তখন।
চামরি কুমার কর বিবাহের সাজন।।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে নৃত্য ধ্বনি।
কুমার কুমারী দোহে একস্থান করি।
দিবানিশি আনন্দে রহিল দুইজন।
কৃতি কর্ম নাহি কেনে ভাবে মনে মন।।
কুমারে সাক্ষাতে আসি বলে সখীজন।
রাত্রে বাস নাহি কেনে নহে কি কারণ।।
সখীস্থানে বীরবরে কহে যে হাসিয়া।
সত্য হতে শামারোখে রাখিছে বান্দিয়া।।
হাসিয়া কহিলে মধুর বচন।
শামারোখে দেখাইলে ভুঞ্জি কামরতি।
শামারোখ সইতে সত্য করিয়াছি সবে।
সেই বিনে অন্য নারী বিফল আমার।
এই মতে কত দিন সেইস্থানে ছিল।
প্রাণ (প্রিয়া) স্থানে বীরে বিদাএ হইল।।
হেমাপুরে ... দেয়ত মেলানি।

... ...

খাইতে সম্বল মাত্র নৌকাতে ...।
... যাইয়া বীরে নৌকাতে উঠিল।।
চলিল শ্বশুর প্রণামি বীরে সবা সম্মোদিল।।
সিরি সাস্তাইতে বীরে মন্দিরে চলিল।

... ...

কোলেত লইয়া কন্যা বোলে জেব রাএ।
অল্প কত দিন দুরে করহ বিদায়এ।।

কান্দিয়া কান্দিয়া কহে মুই অভাগিনী।
তোমার কারণে হইলুম কূলের কলংকিনী।।
কিরূপে রাখিমু প্রাণ পাঠিষ্ঠ জীবন।
মুনিতে মুনিতে মোর হইল মরণ।।
গলাতে ধরিয়া কএ শুন প্রাণপ্রিয়া।
আমি তোমার সঙ্গতি জাইমু চলিয়া।।
ধরিয়া কুমারে গালে কোলেত বসিয়া।
থাকি থাকি ঝুকি ঝুকি উঠএ কান্দিয়া।।
কুমারের মুখ শ্রীচন্দ্র মুন মুন।
কি হৈল কি হৈল বলি করএ কান্দন।।
নয়নের জলে কন্যার তিতিল বদন।
সান্তাইতে কুমারে না পারে কদাচন।।
কান্দিয়া কএল কন্যা গদগদ বাণী।
দুক্ষিনীরে সঙ্গে নেয় শুন গুণমনি।।
কুমারে কইল শুন কাপুরুষ কাজ।
শুনিয়া সকল লোকে আমা দিব লাজ।।
হেন কর্ম কে করিবে নিরূজ্জ গোত ভরি।
সমন সংকটে সঙ্গে নিছে নিজ নারী।।
অল্প কতদিন রহ চিত্ত খেমা দিয়া।
প্রাণরক্ষা পাইলে পুনি আসিব ফিরিয়া।।
কান্দি কান্দি কএ কন্যা শোন প্রাণেশ্বর।
বোল চাই কোন রূপে পাইমু খবর।।
এ বোলিয়া রাজসুতা কান্দে আরবার।
সইতে না পারে ... মার।
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি বদনে বদন।
... করি দুই জনের কান্দন।।
নানান প্রকারে বীরে কন্যা সান্তাইল।।
মোহামুদ আকবার কএ স্রিরি শান্ত করে।

বিরহ অনলে সামা রৈচে হেমাপুরে।।
স্ত্রীলোক সাস্তাইয়া হেমাপুরে যায়।
তপস্বী সামার লাগি উঠিল নৌকায়।।

।। জমক ছন্দ।।

স্ত্রী সাস্তাইয়া বীরে হেমাপুরে যায়।
সৈন্য সেনা সঙ্গে করি হইল বিদায়।।
সমুদ্র গহিন নৌকা বাহে বহু বেগে।
বতিসব দোমি নৌকা চলে বহু আগে।।
এই মতে কত দিন গঞ্জিল নৌকায়।
পন্থ হারাইয়া সবে নোনা পানি পায়।।
সেইস্থানে নাই ভাটা নাহিক উজান।
উলুটা (২) মুকতি বহু দিল অপমান।।
মনুষ্যের হও মতো দেখিএ সম্পাস।
জল হতে উঠি নিত্য করএ উসকাস।।
সেকান্দরে বানাইছে কলের এক হাত।
দেখিলে জানিব সবে এই জেনে মতে।।
চতুর্দিগে চাএ নৌকা দেখিএ আকুল।
জেন মতে পরী সবে হইল বিভোল।।

... ...

মোহা এক গিরি দেখে অধিক সঙ্কট।।
... রইল বীরে হইয়া কাতর।
হেনকালে আইল দেখে সর্প অজগর।।
পাহাড় পর্বত গিরি পরে তার ভারে।
তাহা দেখি কুমার ছাপিতে চাহে ডরে।।
অতি বড় সর্প দেখি মনে ভয় পাইয়া।
কুমার ভাঙ্গে নামাজে রইল লুকাইয়া।।
সমুদ্রে লামাইয়া তায় জল খাএ সর্পে।

নিকটে রইতে নারে হুর্জ্জঙ্গের(?) তাপে।।
মেঘে যেন টানে জল সেই মত শোষে।
হেনকালে আইল জেন হুর্জ্জঙ্গের বাসে।।
হেনকালে শূন্যে আসি ভোমরে গুঞ্জরে।
আচম্বিতে পড়িলেক হুর্জ্জঙ্গের শিরে।।
ভোমরার দন্ত সবে করে কড়মড়।
.... খাইয়া বৌরাজ রইল নির্জ্জিয়া।
খাই চিন্য জেত জল এরে উগালিয়া।।
বড় সোম্ভে তার মাঙ্গস খসি পরে।
হেনকালে মৃগখণ্ড আকালে ধরিয়া।।
... দেখিয়া বীরে প্রভু প্রণামিল।

....

[পুথি খণ্ডিত]